মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের নব গঠিত কমিটির শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে ছাত্রদলের মেহেরপুর জেলা কমিটি ঘোষণা করাতে আজ বুধবার বিকালে মেহেরপুর জেলা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম বকুল এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রাশেদ ইকবাল খান ও সাধারণ সম্পাদক সাইফ মাহমুদ জুয়েলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এক বিশাল শোভাযাত্রা ও শো-ডাউন করে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল।

শোভযাত্রায় মেহেরপুর জেলার জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কয়েক হাজার নেতাকর্মীর সমাগম ঘটে।

জেলা বিএনপি সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে শোভাযাত্রাটি মেহেরপুরের কাথুলি বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে মুখার্জি পাড়ায় এসে শেষ হয়।

এ সময় পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস সহ নবগঠিত ছাত্রদল জেলা কমিটির কমিটির সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির, সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, সিনিয়র সহ-সভাপতি আলমগীর হোসেন, সহ-সভাপতি তৌফিক এলাহী শাকিল, নাহিদ মাহাবুব সানি,নাজমুল হক শান্তি,জুয়েল রানা, রেজওয়ানুল হক ইমন, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম রাজন, যুগ্ম সম্পাদক আমির হাসান হিমেল, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সাঈদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রিপন হোসেন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রাসেল আহমেদ, দপ্তর সম্পাদক লিজন আলী, প্রচার সম্পাদক রাব্বির হোসেন সহ জেলা ছাত্রদলের সকল ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর পৌরসভার ৪,৫ ও ৬নং ওয়ার্ড যুব মহিলা লীগের সমাবেশ

মেহেরপুর পৌরসভার ৪ ও ৫ এবং ৬ নং ওয়ার্ড যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা পৌছে দিতে ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মেহেরপুর পৌরসভার ৪ ও ৫ এবং ৬ নং ওয়ার্ড যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার বিকেলে বিএডিসিতে উঠান বৈঠকের অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ মেহেরপুর শাখার সাধারণ সম্পাদিকা রুথ শোভা মন্ডলের সঞ্চালনায় মেহেরপুর পৌর যুব মহিলা লীগের সভাপতি রোকসানা কালাম রুনুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম।

উঠান বৈঠকে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলার সভানেত্রী সামিউল বাসিরা পলি, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের অর্থ বিশেষ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল, মেহেরপুর পৌরসভা ৪ নাম্বার ওয়ার্ড যুব মহিলা লীগের সম্পাদিকা শারমিন আক্তার, সহ নেত্রী এবং কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

নতুন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি ওবায়দুল হাসানকে দেশের ২৪তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. গোলাম সারওয়ার স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে

তাকে এ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি সদ্য সাবেক প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, আপিল বিভাগের বিচারপতি ওবায়দুল হাসানকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করেছেন। এই নিয়োগ শপথগ্রহণের তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

এর আগে গতকাল সোমবার ওবায়দুল হাসানকে ভারপ্রাপ্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ১৯৫৯ সালের ১১ জানুয়ারি নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসএস, এমএসএস ও এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন।

বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের মধ্যে ১৯৮৬ সালে জেলা আদালতে আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন ওবায়দুল হাসান। এরপর ১৯৮৮ সালে হাইকোর্ট বিভাগে এবং ২০০৫ সালে আপিল বিভাগের আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। তিনি ২০০৯ সালে হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান; এর দুই বছর পর ২০১১ সালে একই পদে স্থায়ী হন। একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এ ২০১২ সালের ২৩ মার্চ তিনি সদস্য হিসেবে যোগ দেন। একই বছরের ১৩ ডিসেম্বর তিনি এ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হয়ে ২০১৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেখানে দায়িত্ব পালন করেন। বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ২০২০ সালের ৩ সেপ্টেম্বর আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন।

ভুল সময়ে বিএনপির ভুল কর্মসূচি, নেতৃত্বে হতাশা

আগামী বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) মো. আনিছুর রহমান। অক্টোবরে নির্বাচনী তফসিলও ঘোষণা হয়ে যাবে। এখন সময় নির্বাচনে

কীভাবে অংশ নিবে এবং কারা সম্ভাব্য দলীয় প্রার্থী হবে তার হিসেব নিকেশের। সেখানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এখন এসে রোডমার্চের মতো কর্মসূচি দিয়ে দলীয় নেতাকর্মীদের উজ্জীবিত করার কথা ভাবছেন। সরকার পতনের একদফা দাবি আর এই রোডমার্চ এখন সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরের কর্মসূচি। সময়ের কাজ সময়ে না করার খেসারত এর আগেও দলটিকে দিতে হয়েছে বলে মন্তব্য তাদের।

সরকার পতনের একদফা দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই রাজপথে আন্দোলনে আছে বিএনপি ও সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো। দাবি আদায়ে সরকারকে বাধ্য করতে এবার টানা কর্মসূচি দিয়েছে। কিন্তু সংগঠিত হতে পারেনি। এবার অক্টোবরকে সামনে রেখে চূড়ান্ত আন্দোলনের আগে ওয়ার্মআপ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বিএনপির তিন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে জেলার নেতাদের সর্বশক্তি নিয়োগের বার্তা দেয়া হবে রোডমার্চ থেকে।

পরিকল্পনা মোতাবেক বলা হচ্ছে, পাঁচ বিভাগের পর ঢাকা বিভাগে সর্বশেষ রোডমার্চ করবে। এসব রোডমার্চ বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেবে বিএনপির তিন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদল। এনিয়ে নিজেদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির একাধিক নেতা। তারা বলছেন, আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে এসব এলাকাভিত্তিক রোডমার্চ এর কথা বলা হচ্ছে কিন্তু এখন আর বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে সেই সামর্থ নেই যে টানা কর্মসূচি চালিয়ে যাবে।

বলা হচ্ছে, তারুণ্যের রোডমার্চের পর অক্টোবরের শুরুতেই ঢাকায় মহাসমাবেশের ঘোষণা আসতে পারে। সেই মহাসমাবেশ থেকে তত্ত্বাবধায়কের অধীনে নির্বাচনের দাবি মেনে নিতে সরকারকে সময় বেধে দেয়া হতে পারে। যদিও তৃণমূলের নেতারা বলছেন, এর আগে বহুবার আল্টিমেটাম দেওয়া হয়েছিল সরকারকে। সেসব কোন কাজেই আসেনি। ফলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং তৃণমূলের কর্মীদের কাছে নানাভাবে হেয় হতে হয়েছে নেতৃত্বদের। বিএনপির তৃণমূ্লের নেতারা বলছেন, আল্টিমেটাম দিয়ে এখন আর কোন কাজ হবে না। সে সময় পেরিয়ে গেছে। বিএনপিকে এমন কিছু করতে হতো গত একবছরে যাতে করে সরকার তাদেরকে ছাড়া নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত না নিতে পারে।

এখন আর এই কর্মসূচি কোন কাজেই আসবে না উল্লেখ করে খুলনা বিভাগের এক বিএনপি নেতা বলেন, এটা আরও একবছর আগের কর্মসূচি। তখন থেকে কর্মসূচিগুলো পালন করলে এখন এসে সেটা এমন একটা জায়গায় যেতো যে

সরকার প্রতিদিন টেবিলে বসতে বাধ্য হতো সমঝোতার জন্য। ফলে এই কর্মসূচি নিয়ে আমরা খুব আশাবাদী নই।

এবিষয়ে জানতে চাইলে স্থায়ী কমিটির এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘আমরা এখন চাই আমাদের একদফা মেনে নিতে হবে। অক্টোবরে চূড়ান্ত আন্দোলন। তার আগে তৃণমূলকে এই চূড়ান্ত আন্দোলনের সাথী করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সময় চলে যায়নি, সময় শুরু। তবে আগামী মাসের মধ্যে বুঝা যাবে খেলা কোনদিকে এগুচ্ছে’।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও কলাম লেখক সুভাষ সিংহ রায় বলেন, ‘বিএনপি কোনো রাজনৈতিক দল না, এটাকে আমি বলি বিরোধী মহল। এজন্য তারা দেশবিরোধী কাজ করবেই। যারা ক্ষমতা থেকে ১৭ বছর ধরে বাইরে আছে তারা যেকোনভাবে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করতে চেষ্টা করবে। ওদের কাছ থেকে এধরনের কর্মসূচি আসায় আমি বিস্মিত না। তবে আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, তারা যদি রাজনৈতিক সক্ষমতা দেখাতেই চায় তাহলে একইদিনে সব বিভাগে কর্মসূচি করে সক্ষমতা দেখাক। অন্য বিভাগ থেকে জেলা থেকে লোক জড়ো করে কর্মীদের উজ্জীবিত করার এটা অপচেষ্টা। আওয়ামীলীগ যখন বিরোধী অবস্থানে ছিলো তখন ২০০৪ সালে একইদিনে কর্মসূচি করে দেখিয়েছে। বিএনপির সেই শক্তি নেই। নির্বাচনের আগে সরকার যখন তার কাজগুলো গুছিয়ে নিয়ে এসে একের পর এক মেগা প্রজেক্ট উন্মোচন করছে তখন দেশকে অস্থিতিশীল করা বিএনপির অপরাজনীতি ছাড়া কিছু না ‘

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে আফরোজা পারভীনের উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে পথসভা উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা ইউনিয়নে ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের সভাপতি ইউপি সদস্য ফিরোজা খাতুন এর আয়োজনে এই নির্বাচনী উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ করেন

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশি আফরোজা পারভীন।

এ সময় তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা বিশ্বব্যাংককে চ্যালেঞ্জ করে নিজেদের অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করে বাংলাদেশের সক্ষমতা দেখিয়ে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বিশ্বে বাংলাদেশ আজ রোল মডেল। দেশকে উন্নয়নের স্বর্ণ শিখরে পৌঁছাতে আগামী দিনেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিকল্প নেই।

আগামী সংসদ নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিয়ে শেখ হাসিনার সরকারকে আবারো ক্ষমতায় আনতে ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। গণসংযোগের সময় সরকারের উন্নয়ন কাজের চিত্র তুলে ধরে লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সহ-সভপতি পূর্ণিমা হালদার,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন,সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন ,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ রাতুল, সাকিব শেখ, মাহফুজ, আকাশ,কুতুব, রিপন,শাওন, সিফাত,জিরান,সেজান ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ

মেহেরপুরের শ্যামপুরে যুব

মহিলা লীগের সমাবেশ

মেহেরপুরের শ্যামপুরে যুব মহিলা লীগের সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা পৌছে দিতে ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মেহেরপুরের শ্যামপুর ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলবার বিকেলে শ্যামপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ মেহেরপুর শাখার সাধারণ সম্পাদিকা রুথ শোভা মন্ডলের সঞ্চালনায় শ্যামপুর ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের সভাপতি ফজিলা খাতুনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান।

সমাবেশ অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাশেম, সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুন নেছা লতা সহ নেত্রী এবং কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় পুরাতন বাজারে উন্নয়ন মুলক কাজের উদ্বোধন

দর্শনা পুরাতন বাজারে উন্নয়ন মৃলক কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও উদ্ধোধন অনুষ্টান অনুষ্টিত হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা -২ আসনের সংসদ,সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর উন্নয়ন কাজ উদ্বোধনকালে তিনি উপস্থিত জনসাধারণকে বলেন, বর্তমান সরকার জনবান্ধব সরকার। বিশেষ করে সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বাস করেন তৃণমূল জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়ন না হলে দেশের জাতীয় উন্নয়ন

ত্বরান্বিত করা সম্ভব নয়। আর সেকারণে সরকার প্রতিনিয়ত জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন।

দর্শনায় প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় দর্শনা পৌরসভার পুরাতন বাজারে কাঁচা বাজার উন্নয়ন কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন চুয়াডাঙ্গা-০২ আসনের সাংসদ হাজী মোঃ আলী আজগার টগর। আজ সোমবার(১১ সেপ্টেম্বর) সকালে দামুড়হুদার দর্শনা বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজের উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলী মুনছুর বাবু, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফ, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক শহিদুল ইসলাম,দামুড়হুদা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটির সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি শফিকুল আলম, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট, জেলা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মশিউর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা নাজমৃল হক শাওন, দর্শনা পুরাতন
, বাজার কমিটির সভাপতি, আশরাফুল আলম বাবু,সাধারণ সম্পাদক সোহেল তরফদার, উপজেলা আ,লীগ, যুবলীগ ও ছাত্র লীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় জেলা যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ

উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আবারো নৌকা মার্কায় ভোট চাইলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনয়ন

প্রত্যাশী একমাত্র মহিলা নেত্রী আফরোজা পারভীন।

আজ সোমবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের সভাপতি পিঞ্জিরা খাতুন বাসায় আনন্দবাস গ্রাম এই নির্বাচনী উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ করে এই কথা বলেন তিনি।

এ সময় তিনি আরও বলেন শেখ হাসিনা সরকার উন্নয়নের সরকার। জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রেখে যাওয়া সোনার বাংলাদেশ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশের গ্রাম থেকে শহর সকল পর্যায়ে উন্নয়ন হচ্ছে। এই উন্নয়নের ধারা যদি অব্যাহত রাখতে হয় তাহলে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারো শেখ হাসিনা ও নৌকার বিজয় সুনিশ্চিত করতে হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সহ-সভপতি পূর্ণিমা হালদার,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন,সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন ,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ রাতুল, শেখ, মাহফুজ, আকাশ,কুতুব, রিপন,শাওন, সিফাত,জিরান,সেজান ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ

মুজিবনগরে যুবমহিলা লীগের সমাবেশ ও উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

সরকারের সাফল্য ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা তৃণমূল পর্যায়ে পৌছে দিতে মুজিবনগরে যুব মহিলা লীগের সমাবেশ ও

উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামে মুজিবনগর আম্রকানন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবমহিলালীগের আয়োজনে এই সমাবেশ ও উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি তকলিমা খাতুন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড: রুতশোভা মন্ডলের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ যুব মহিলালীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবমহিলা লীগের সভাপতি সমিউন বাসিরা পলি, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, মুজিবনগর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক তহমিনা খাতুন।

এর আগে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি ও বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম অনুষ্ঠানের স্থলে পৌঁছালে তাদেরকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন যুব মহিলা লীগের নেতাকর্মীবৃন্দ।

দর্শনায় চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের ঐক্যবদ্ধ

সংবাদ সম্মেলনে বাধা

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের কতিপয় মনোনয়ন প্রত্যাশীদের ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কিছু নেতৃস্থানীয় কর্মী একটি বিশেষ সংবাদ সম্মেলনের পূর্বে এমপি সমর্থিত নেতা কর্মিরা পূর্বে ঘোষিত জেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সহ আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের কতিপয় মনোনয়ন প্রত্যাশীগণ উপস্থিতে সম্মেলন বাধা দেয়ার চেষ্টা চালালে দর্শনা বাস স্ট্যান্ড এলাকা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের চেষ্টায় উভয়কে শান্ত থাকার অনুরোধ করলে এমপির পক্ষে দুরে অবস্থান নেয়।

পরিস্থিতি শান্ত হলে অপূর্ব ঘোষিত সংবাদ সম্মেলন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মন্জুর সভাপতিত্বে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন,বীর মুক্তিযোদ্ধা চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজাদুল ইসলাম আজাদ, তিনি লিখিত বক্তব্যের শুরুতেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তার সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব,জাতীয় চার নেতা শহীদ নজরুল ইসলাম, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও শহীদ কামরুজ্জামান এবং জাতির গৌরব ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে যে ৩০ লক্ষ বাঙালি জীবন দিয়েছেন ও ২ লক্ষ মা বোন যারা সম্ভ্রম হারিয়েছেন তাদের আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাই। গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি এই চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের অন্তর্গত নাটুদহ ইউনিয়নের আট কবর, জীবননগর উপজেলাধীন ধোপাখালীর শহীদ স্মৃতিসৌধ ও দামুড়হুদা উপজেলাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের হৈবৎতপুর স্মৃতিসৌধে শায়িত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে।

এছাড়া এ অঞ্চলের অনেক বীর সন্তান যারা মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশ মাতৃকার জন্য অকাতরে জীবন দিয়েছেন- রক্ত দিয়েছেন তাদেরকেও গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শোষণ বঞ্চনামুক্ত, ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যেই গোটা বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে মহান মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত করেছিলেন। দেশ স্বাধীনের মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই পাকিস্তানের প্রেতাত্মা ৭১ এর পরাজিত শক্তি তাদের আন্তর্জাতিক প্রভুদের সক্রিয় সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল অর্জন ও চেতনাকে ধ্বংস ও মুছে

ফেলার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর প্রায় ৩০ বছরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। বাকি বছর গুলোতে স্বাধীনতার পক্ষের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতির পিতার সুযোগ্য সন্তান গণতন্ত্রের মানষকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার পরিচালনার সুযোগ পায়। সেই একই অপশক্তি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা জননেত্রী শেখ হাসিনা সহ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে হত্যার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে দফায় দফায় মারাত্মকভাবে আক্রমণ করে। প্রকাশ্য দিবালোকে গ্রেনেড হামলা করতে ও পিছপা হয়নি। আল্লাহ তাআলার অশেষ কৃপায় পিতামাতা ভাইবোন আত্বীয় স্বজন সবকিছু হারিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনা জীবনে বেঁচে আছেন।জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বাঙালি জাতির স্বপ্নের পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, উড়াল সেতু, এলিভেটেট এক্সপ্রেসওয়ে, চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর নিচে টানেল, মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট স্থাপন, পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন, রেলওয়ে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন, সমুদ্র বিজয়, ছিট মহলে ভারতের সাথে সীমানা নির্ধারণ, পায়রা গভীর সমূদ্র বন্দর ইত্যাদি অসংখ্য বৃহৎ প্রকল্প এই সরকারের অর্জন।

এছাড়া লক্ষ লক্ষ গৃহহীন মানুষকে সরকারি জায়গায় ও খরচে গৃহ নির্মাণ করে গৃহহীনদের থাকার ব্যবস্থা করা, সার, ডিজেল কৃষকের নিকট সংক্ষলতা করা, কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি সহ রাস্তাঘাটের সরকারের বড় অর্জন যে অর্জনের কথা শুধু বাংলাদেশের জনগণই নয় ইউরোপ, আমেরিকা, জাতিসংঘ, বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ সহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের স্বীকৃত। বাংলাদেশ আজ শুধু উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবেই পরিচিত নয়, বিশ্ব সভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত।

এছাড়া প্রতিটি জেলা ও উপজেলা শহরে ৫৬০ টি মডেল মসজিদ নির্মাণ ও দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্স এর সমমর্যাদা দেওয়া এই সরকারের আর একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের সফল বাস্তবায়ন।

অবশ্যই, আমরা স্বীকার করি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য কোন কোন ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার সকল স্তরের বিশেষ করে স্বল্প আয়ের মানুষ ভীষণ কষ্টে আছে। এই সমস্যাটি আজ বাংলাদেশেরই নয় বরং এটি বর্তমানে একটি বৈশ্বিক সমস্যা ও গভীর সংকট।

সারা পৃথিবী কোভিড-১৯ অর্থাৎ করোনা ভাইরাস কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ এবং বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিণতি এই মূল্য বৃদ্ধির অস্বাভাবিকতা। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে অনুপ্রবেশকারী কিছু হাইব্রিড নেতাকর্মীর সীমাহীন দুর্নীতি কর্তৃত্ব পরায়ণ ও পরিবারকরণ মনোবৃত্তি ও দায়িত্বজ্ঞানহীন কিছু কর্মকাণ্ডে বর্তমান গণমুখী সরকারের গগনচুম্বী ভাবমূর্তি অনেকাংশেই ঘৃণা করেছে। দেশ, জনগন ও দলের স্বার্থের এদেরকে চিহ্নিত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া এখন সময়ের দাবী।

পরীক্ষিত কর্মিদেরকে বাছাই করে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন দিলে নির্বাচনি বৈতরণী যেমন পার হওয়া যাবে, সেই সাথে দেশ, দল ও দলের প্রাণশক্তি কর্মীরাও বাঁচবে।

একাত্তরের পরাজিত শক্তি তাদের পরীক্ষিত দোসর সারা দুনিয়ার শোষিত বঞ্চিত, নিপীড়িত গণমানুষের দুশমন আমেরিকা, বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থার উপর স্যাংশন ভিসা নীতি ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো তাদের হীনস্বার্থে অস্থির ও অশান্ত করে চলেছে। আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাদের স্বার্থ রক্ষাকারী দলকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে যা আমাদের সকলের জন্যই গভীর উদ্বেগের কারণ।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের আপমর জনগনের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশ। ২০৪১ সালের মধ্যে জননেত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ অর্থাৎ একটি আরো উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালি করতে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বোর্ড কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীর নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে বর্তমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার আহবান জানান।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন,মির্জা শাহরিয়া মাহমুদ লল্টু, ছাত্রনেতা ও সাধারণ সম্পাদক ঢাকাস্থ চুয়াডাঙ্গা জেলা সমিতি, ডঃ হামিদুর রহমান সাবেক মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নজরুল ইসলাম সভাপতি জীবননগর থানা আওয়ামী লীগ, আব্দুল লতিফ অমল সম্পাদক জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগ

অ্যাডভোকেট শাহরিয়ার কবির সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ, এয়ার কমান্ডার মোঃ আবু বক্কর সাবেক ভি পি দর্শনা সরকারি কলেজ, নুর হাকিম সম্পাদক ও প্রকাশক সকলের সময়।

বক্তব্য শেষে নেতারা যানান আগামি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উপস্থিত দশ জন মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মধ্যে থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা যাকে মনোনয়ন দেবেন তার পক্ষে আমরা হাতে হাত মিলিয়ে নৌকার বিজয় নিশ্চিত করব।